



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 289 - 296

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

# বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে কালিদাসের অমরসৃষ্টি শকুন্তলা চরিত্রের বিশ্লেষণ

ড. সুদীপ্তা বটব্যাল মুখার্জী

Email ID: [prithwisir@gmail.com](mailto:prithwisir@gmail.com)



Received Date 30. 04. 2026

Selection Date 10. 05. 2026

## Keyword

Comparative  
analysis of  
Shakuntala,  
Aesthetics, poetic  
language, Literary  
excellence,  
Transformation.

## Abstract

In Sanskrit Literature Mahakavi Kalidas, the greatest dramatist and poet, is recognized as the poet of similes. Very skillfully he has portrayed the natural and psychological transformation of the character of Shakuntala as 'Abhijanashakuntalam'. The ornamentation of his similes is the best and the sweetness of his poetry, his arrangement of words, and his descriptions have given him extraordinary fame. His drama Abhijanashakuntalam is a special example of distinguished literature. Through the character of Shankuntala, the poet has expressed the penance of love. Among his many immortal creations, Abhijanashkuntalam is an unparalleled creation of Indian Literature, love and aesthetics. The profound emotion of the drama, the natural description of nature, the appeal of human love and the poetic presentation of language all together make the play a vivid document of the dramatist's supreme excellence.

The linguist William jones was an appreciator of the acsthetic qualities of Abhijanashakuntalam. Vidyasagar Made a translation of the sentiments of this drama. Again, Rishi Bankimchandra and the world poet Rabindranath analyzed Shakuntala from different perspectives. In the present essay, the character of Shakuntala has been analyzed in the thoughts of Vidyasagar, Bankimchandra and Rabindranath.

## Discussion

### উপমা কালিদাসস্য

কালিদাসের লেখা 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' — বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং রসজ্ঞসমাজ-এর দরবারে তাঁর (কালিদাসের) কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণও যে এই মত পোষণ করেন তা—

“কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ।”

এই প্রচলিত আভানক থেকেই বোঝা যায় ও স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। সাত অঙ্কের নাটকে ঋষি বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা শকুন্তলা। তার সঙ্গে রাজা দুশ্মন্তের প্রেম ও গার্হব্যমতে বিবাহ, ঋষি দুর্বাসার অভিশাপে বিচ্ছেদ ও অভিজ্ঞানস্বরূপ আংটির

মাধ্যমে পুনরায় দুঃখিত দ্বারা স্বীকৃতি, প্রাপ্তি ও পরিশেষে মিলনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটিই প্রথম ভারতীয় নাটক, যা পশ্চিমা ভাষায় অনূদিতও হয়েছে। নাটকটিতে প্রেম, ত্যাগ ও পুনর্মিলনের এক মহাকাব্যিক ছবি ফুটে উঠেছে।

মূল সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা অংশ, যেখানে নাটকের শুরু, সেই অংশ খুবই আকর্ষণীয়ও সেখানে নাট্যীয় রীতির পরিচয় পাওয়া যায়— “যা সৃষ্টির স্রষ্টারাদ্যা...”। এইভাবে যে প্রথম উপস্থাপনা, তা সত্যিই চমৎকার মুহূর্ত, এবং তা মহাকাব্যেরই নিজস্ব সৃষ্টি এবং প্রস্তাবনার যে প্রয়োজন রয়েছে নাটকে তা প্রমাণিত। এই অংশের পরেই কালিদাস তাঁর নিপুণ তুলির আঁচড়ে এবং অপূর্ব শব্দবন্ধে, যাকে শব্দবন্ধ না বলে শব্দচিত্র বলাই সঠিক হবে, তা নাটকের গতির মাদুরী রচনা করেছেন— “যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা...।” রাজা তপোবনে এসে তার পরিণয়ভাব আলোড়িত মনে দেখতে পান শকুন্তলা সহ তিন তাপস কন্যাকে—

“শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রম বাসিনো যদি

জনস্য দুরীকৃত। খলু গুনৈরাদ্যানলতা বনলতাভিঃ।”<sup>৬</sup>

এখানেই রাজা প্রথম তিন তাপসকন্যাকে দেখেন, যা অপূর্ব উপমায় বিদ্বৃত হয়েছে এই দুই পংক্তিতে।

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস, শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠতম রচনা “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্”। এক্ষণে বঙ্গের তিন মনীষী বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ— কে কীভাবে রত্নশ্রেষ্ঠ কালিদাসের শকুন্তলাকে দেখেছেন, কীভাবে তাঁদের লেখনীতে ধরা দিয়েছেন শকুন্তলা, সেই তুলনামূলক বিষয়ই আলোচ্য এই প্রবন্ধের।

### বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

১৮৫৩ খ্রী. প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব’ গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ কাব্যনাটকাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ঐ গ্রন্থে কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটক সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেন, -

“সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। এই অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত, সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শতবারই অপূর্ব বোধ হইবেক। ... বস্তুতঃ, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা অপূর্ব পদার্থ।”<sup>৮</sup>

‘মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া’ অভিজ্ঞানশকুন্তলমের রসাস্বাদন যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তা বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই অনুধাবন করেছিলেন এবং সেইবোধ থেকেই ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলে’র রূপান্তরে আগ্রহী হন এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বাংলায় অনূদিত ‘শকুন্তলা’ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর অভিজ্ঞানশকুন্তলমের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তাঁর ‘শকুন্তলা’ নাট্যানুবাদ নয়, গদ্যে লেখা। অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য ও অলংকারাবৃত সংস্কৃত রচনাকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে গেলে মূলের সৌন্দর্য যে অনেকখানি ব্যক্ত হয় না। সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর সচেতন ছিলেন। তথাপি মূলের বিষয় সৌন্দর্যকে ‘শকুন্তলা’য় আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের চোখে ‘শকুন্তলা’ চরিত্রটি কেমন? কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ থেকে ভাবমূর্তি আহত হলেও বিদ্যাসাগরের অঙ্কিত ‘শকুন্তলা’ এক অভিনব চরিত্রের প্রকাশ হয়ে উঠেছে। আনন্দ-বেদনায় উজ্জ্বল মলিন লজ্জাতুর প্রণয়ভীরু শকুন্তলা গ্রাম্য-কিশোরীরই প্রতিক্রম। তাঁর সৃষ্ট শকুন্তলা কালিদাসের চতুরিকা রূপটি পরিগ্রহ করেনি, সে সরলা নম্র ভীরু বাঙালি কিশোরী রূপে চিত্রায়িত হয়েছে। লক্ষণীয়, দুঃখিত-শকুন্তলার রোমান্টিক প্রণয়গাথা বিদ্যাসাগরের হৃদয়রসের সংযোগে এক নব আত্মস্বাদমানতা পেয়েছে। তাঁর সহজাত সাহিত্যপত্রিকামূলের কাহিনীতে এমন এক নমনীয়তা প্রবহমানতা সৃষ্টি করেছে যে, যা মূলের সৌন্দর্যকেও কোথাও কোথাও অতিক্রম করে গেছে। ‘শকুন্তলা’র বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, -

“বাঙ্গলায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও শকুন্তলার অবমাননা করিয়াছি।”<sup>৯</sup>

এই উক্তি নিতান্তই তাঁর বিনয়োক্তি।

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম হল নর-নারীর প্রেম। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমগাথা বর্ণনায় বিদ্যাসাগর শকুন্তলাকে অভিমাত্রী কান্দলরতা জলের ঘাটের তরুণী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এতে করে শকুন্তলা হয়ে উঠেছে আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়েটি। প্রণয়বিবশা শকুন্তলার এমন এক কমনীয় সংযত চিত্র এঁকেছেন, যা পাঠকের হৃদয়ে এক মোহময় ছাপ রেখে যায়। এমনকি কালিদাসকে সম্মান জানিয়েই বিদ্যাসাগর রাজা দুষ্যন্তকে এক স্বতন্ত্র পুরুষ হিসেবে এঁকেছেন। ছোট্ট মৃগীকে শরাঘাতে উদ্যত রাজা ও সন্ন্যাসীর বাধায় উদ্ধতভাবে পরিত্যাগ করেন, বিনয়ী ভাব আনেন, তপোবনের পবিত্রতা রক্ষা করেন। ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হন। তপোবনে প্রবেশ করেই কালিদাসের বিস্মিত রাজা ভাবলেন—

“শান্তনিদমাশ্রমপদং স্মুরতি চ বাহুকৃতঃ ফলনিহাস্য  
 অথবা ভবিতব্যনাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।”<sup>৬</sup>

বিদ্যাসাগরের রাজা—

“এই আশ্রমপদ শান্ত-রসাম্পদ, অথচ আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতেছে; অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই খোলা থাকতে পারে বৈকি।”<sup>৭</sup>

কালিদাসকে অনুসরণ করেও বিদ্যাসাগরের তর্জমা হয়ে উঠেছে আরও পরিস্ফুট। মূলের অনুসারী হয়েও মূলকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

“রাজা তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া।” (বিদ্যাসাগর)<sup>৮</sup>

-এইখানে ‘পরিণয়সূচক’ শব্দটি ‘শকুন্তলা’ নাটকের মূলভাব এবং সমগ্র নাটক ওই শব্দটিতে আবদ্ধ। প্রণয়ী রাজার প্রথম শকুন্তলা সহ দুই তাপসীকে দর্শন—

“ইহাদের মত রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই।”<sup>৯</sup>

মদনবাণে জর্জরিত রাজার মুখে শোনা যায়—

“শকুন্তলার অধরে নবপল্লব শোভার আবির্ভাব; বাহুয়ুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত; আর নবযৌবন বিকশিত কুসুম রাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।” (বিদ্যাসাগর)<sup>১০</sup>

এই ব্যাখ্যা কালিদাসে এইভাবে—

“অধরঃকিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারণিনৌ বাহু  
 কুসুমিব লোভনীয়ং যৌবনঙ্গেশু সুংগন্ধম।।”<sup>১১</sup>

কালিদাসে শকুন্তলার দেবলাবণ্যের বর্ণনা পুনানুপুঞ্জ। বিদ্যাসাগরে তা অনেকটাই সংযত। বিদ্যাসাগরের বর্ণনা অনেকবেশি শুচিস্নিগ্ধ, রুচিশীল। বিদ্যাসাগর নারীর প্রতি যেহেতু শুচিসুন্দর মনোভাব পোষণ করতেন, তাই সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। শকুন্তলা মধুপ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হলে, রাজা সামনে আসার সুযোগ পান। এরপর দুর্জনের সাক্ষাৎ। বিদ্যাসাগরে এই কাহিনী বিস্তৃত। কালিদাস কিছুক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইঙ্গিতেই সেরেছেন। বিদ্যাসাগরের কাহিনীবিস্তারের কারণ হল পাঠকের কাছে দুঃখিনী শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের কথা জানানো। শকুন্তলা পরাশ্রিতা। পিতা মাতার পরিচয় দিয়ে শকুন্তলার অসহায়তা ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। শকুন্তলা নিষ্পাপ। ভাগ্যের করুণ পরিহাসের শিকার। জন্মের পরেই শকুন্ত পাখীর আশ্রয়ে ছিল তাই শকুন্তলা নাম। কালিদাসে এসবের স্থান নেই। বিদ্যাসাগরের কাহিনীতে তা স্থান করে নিয়েছে। পাঠকও সনবেদনা স্থাপন করেছে। মূল সংস্কৃত নাটকের ভাব বিকৃতি ঘটেনি কিন্তু অনুবাদে তা প্রাণসঞ্চার করেছে।

এদিকে শকুন্তলাও রাজার পরিচয় জানতে মনে মনে উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। পূর্বরাগে আক্রান্ত শকুন্তলা। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা মনে মনে বললেন—

“কেন এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে?”<sup>১২</sup>

‘তপোবনবিরুদ্ধ ভাব’ এই শব্দের দ্বারা শকুন্তলার লজ্জাবিজড়িত ভাবের অভিব্যক্তি ঘটানো হয়েছে। সংযতভাবও রয়েছে এই শব্দে। তপোবনের শাসন, সংযমসাধন, মানুষের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নির্জন প্রকৃতির মধ্যে থাকার যে স্নিগ্ধতা, লজ্জার

ভাব সবটুকুই বিদ্যাসাগরের শকুন্তলায় আছে জড়িয়ে। কালিদাসীয় নাটকীয়ত্ব সূক্ষ্মতায় বিদ্ধ কিন্তু বিদ্যাসাগরীয় আখ্যানে তা বর্ণনাবহুল। বিদ্যাসাগরের ভাবনায় ‘শকুন্তলা’র সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। শকুন্তলাকে জলসেচ কার্যে দেখে কালিদাসের দুঃখিত রাজা বলেন--

“ইদং কিলব্যাজ মনোহরং বতুস্তপক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি  
 ধ্রুবংস নীলোৎপল পত্রধারয়া শমীলতাং ছেতুম্বির্বার্যবস্যতি।”<sup>১৩</sup>

এমন উপমা তো মহাকবির লেখনীতেই উঠে আসে— “উপমা কালিদাসস্য”। বিদ্যাসাগর লিখলেন—

“মহর্ষি অতি অবিবেচক। এমন শরীরে কেমন করিয়া পরাইয়াছেন।”<sup>১৪</sup>

কালিদাসের উপমা এখানে শব্দচিত্রে পরিবেশিত হয়েছে। শকুন্তলার প্রণয় ব্যাপারে দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার অবদানও কম নয়। জলসেচ কার্যে শকুন্তলার সঙ্গে সখীদের যে কৃত্রিম নাটকীয়তা ঘটে যায় তা একেবারে বাংলার নিজস্ব ও শাস্ত্রত ছবি। শকুন্তলার কলস কাঁখে সরসীর দিকে গমনে উদ্যত মধুর ছবি আমাদের সামনে একটুকরো পল্লীপ্রকৃতিকে এনে দেয়। বিদ্যাসাগরে শকুন্তলা অনেক বেশি প্রাঞ্জল। অলৌকিকতা অনেক কম এখানে, বেশি প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক আবেগ। শকুন্তলার পতিবিরহাতুরা রূপটি মূলের চেয়েও স্পষ্ট উজ্জ্বল। তপোবন থেকে বিদায়কালেও শকুন্তলার বেদনা ও আর্তি বিদ্যাসাগর অসামান্য নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন। কালিদাসের অনুসরণ ঘটলেও শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রা কালের যে বর্ণনা বিদ্যাসাগর দিয়েছেন তা তাঁর লেখনীগুণে বাংলা দেশেরই সমাজজীবনের এক মর্মস্পন্দ বেদনার করুণ-মধুর ছবি হয়ে উঠেছে। বাঙালী গৃহস্থ কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনের দৃশ্য হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে শকুন্তলা যখন ‘অঙ্গুরীয়’ দেখিয়ে দুযান্তের স্মৃতিতে ফিরে আসেন তখন বিদ্যাসাগরের দুযান্ত চরিত্রে শকুন্তলাকে প্রত্যখ্যান করার জন্য যে তীব্র হৃদয়বেদনা ও মর্মযন্ত্রণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা কালিদাস অঙ্কিত দুযান্ত চরিত্রে ঘটেনা। সেখানে দুযান্তের শকুন্তলার রূপাসক্ত স্বরূপটিই প্রকট হয়েছে। মূলে শকুন্তলা যেখানে বলেছেন— “নূনং মে সু অরিঅপ্লইবন্ধঅং পুরা কিঅং”<sup>১৫</sup> (নিশ্চয়ই আমার পূর্বজন্মকৃত কোনো মঙ্গলপ্রতিবন্ধক পাপ) সেখানে বিদ্যাসাগর লিখেছেন— ‘সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।’<sup>১৬</sup> নিজের অদৃষ্টের প্রতি অনুযোগ কারিনী দুর্ভাগিনী বাঙালী নারীর চিরকালীন রূপটি এতে চমৎকার প্রতিফলিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ‘শকুন্তলা’ যেন বাঙালী পাঠক সমাজকে আধুনিক উপন্যাসের কথঞ্চিৎ আশ্বাদ দিয়েছিল।

### বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে শকুন্তলা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শকুন্তলা চরিত্রের আলোচনা করতে গিয়ে সেক্সপীয়রের ‘টেম্পেস্ট’র মিরন্দা ও ‘ওথেলো’র দেসদিমেনার তুলনা এনেছেন। তাঁর লেখা ‘শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমেনা’ প্রবন্ধটি সর্বপ্রথম ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১২৮২ বঙ্গাব্দে। পরে ‘বিবিধ প্রবন্ধে’ সংকলিত হয়।

‘শকুন্তলা ও মিরন্দা’ অংশে বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যালোচনায় যা উঠে এসেছে—

“উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্য প্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়ল-রক্ষিতা, শকুন্তলা অস্পরো রক্ষিতা।”<sup>১৭</sup>

দু’জনেই ‘বনলতা’, ‘সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা’। তাদের কোনো ‘কালিমা’ নেই। শকুন্তলা ‘সিধিতে জলকণা বিধৌত নব মল্লিকার মতো নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিনী।’<sup>১৮</sup>

মল্লিকাপুষ্পকে বোনের ন্যায় ভালোবাসেন। আশ্রম বালকগণ তার ভ্রাতৃসম, ‘মাতৃহীন হরিণশিশু’-কে পুত্র জ্ঞানে দেখেন। পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলা ‘অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা’ হয় আশ্রমের বৃক্ষের সঙ্গেই তার আলাপ, সাক্ষাৎ, বার্তালাপ, শকুন্তলা সরল কিন্তু ‘অশিক্ষিতা’ নন। লজ্জা তার শিক্ষার পরিচয় ও ভূষণ। আবার সমাজজাত সংস্কারও বিদ্যমান। প্রথম সাক্ষাতে শকুন্তলা যখন রাজাকে দেখেন, তখন এর আগে ঋষিবালক ছাড়া অন্য কাউকে দেখেননি। তাই তখন তিনি শূন্যহৃদয়। মুহূর্তে নায়ক রাজাকে দেখে হৃদয়মধ্যে প্রণয়ের ভাগ জাগে। বঙ্কিম বলেছেন—

“শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা... দুষ্যন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াসজ্জা; ...শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত।”<sup>১৯</sup>

বঙ্কিমের মতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার প্রণয়ভাব লুকোচুরি খেলার মতো।

“লতামণ্ডপে দুম্মন্ত শকুন্তলার যে আলাপ, —যে আলাপে শকুন্তলা চিরবন্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিলে— সে আলাপে তত গৌরব নাই ... কেবল যাই যাই, কেবল লুকোচুরি— একটু একটু চাতুরী আছে” দুষ্যন্তের শকুন্তলার প্রতি হৃদয়ানুভূতি, হৃদয়াবেগ তা কোন ‘প্রণয়সম্ভাষণ’ নয়— তা ‘রাজক্ৰীড়া’—

“মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা নলিনীকোরককে শুঙে তুলিয়া, বনক্ৰীড়ার সাধ মিটাইতেছেন।”<sup>২০</sup>

রাজপ্রণয়ে আসজ্জা শকুন্তলার মধ্যে বালিকাসুলভ চঞ্চল্য, ভয়, লজ্জা আছে, কিন্তু রমণীসুলভ কোন ভাবনা নেই। লজ্জাশীলা নারীর মতই আচরণ শকুন্তলার। বঙ্কিম বলেছেন এই শকুন্তলাই আবার ভরা সভায় দুষ্যন্ত দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অপমানিত হয়ে তিরস্কার করেন দুষ্যন্তকে—

“অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?”<sup>২১</sup>

বঙ্কিম বলেছেন শকুন্তলা তখনও বালিকাই থাকল এর কারণ লজ্জা নয়— “দুষ্যন্ত চরিত্রের বিস্তার”<sup>২২</sup> এক্ষেত্রে মিরন্দা সংস্কারহীন, পরের দুঃখে দুখী, স্নেহপূর্ণা, কিন্তু লজ্জা নেই। পবিত্রতা আছে। রাজপুত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আগে পিতা ছাড়া অন্য পুরুষ দেখেনি সে। ফার্দিনান্দকে দেখেই তাই তার মিরন্দা নিঃসঙ্কোচে বলে - “I am your wife, if you will marry me;”<sup>২৩</sup> সে বনের পাখির মতো। জলসিক্ত হয়ে মিরন্দা ফুটেছিল, শকুন্তলা ফোটে নি। শকুন্তলা ‘করিশুঙে পদ্মমাত্র’।

“শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা নবীনত্ব ও মাধুর্য অধিক।”<sup>২৪</sup>

আবার দেসদিমেনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা করলে দু’জনেই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করে আত্মসমর্পণ করেছে। উভয়েই ‘দুরারোহিনী আশালতা’, উভয়েই “পরমস্নেহশালিনী উভয়েই সতী”<sup>২৫</sup>। উভয়েই স্বামী পরিত্যক্ত। কিন্তু দেসদিমেনা ওখেলোর অত্যাচারে বিসর্জনেও অবিচলিত থেকেছে। কিন্তু শকুন্তলা ভরা রাজসভায় দুষ্যন্ত দ্বারা বিসর্জিত হলে ক্রুদ্ধ সাপের মতো স্বামীকে ভর্ৎসনা করেছেন, ব্যঙ্গও করেছেন। কিন্তু এই রাগ ও অভিমান দেসদিমেনা চরিত্রে নেই।

“দেসদিমেনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য।”<sup>২৬</sup>

বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলায় দুঃখের বিস্তার, গতি, বেগ দেখতে পাননি। যেটা দেসদিমেনায় পাওয়া যায়। ‘শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র’, ‘শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত’।<sup>২৭</sup>

“শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসদিমেনা’

‘পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমেনার অনুরূপিনী,

অপরিণীতা শকুন্তা মিরন্দার অনুরূপিনী।”<sup>২৮</sup>

### রবীন্দ্রভাবনায় শকুন্তলা

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য’ প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধটি ‘বঙ্গদর্শন’। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিকুল গুরু গ্যেটের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তির প্রশস্তি দিয়ে শুরু হয়েছে শকুন্তলার বর্ণনা—

“কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।”<sup>২৯</sup>

তাঁর মতে, মেঘদূতে যেমন পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে তেমনি শকুন্তলাতেও একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তর মিলন আছে—

“মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গতপোবনে শাস্বত আনন্দময় উত্তরমিলন যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।”<sup>১২</sup>

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা’য় রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

“মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাণ্ড।”<sup>১৩</sup>

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্র পরিকল্পনার কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি শকুন্তলাকে “লীলা ও ধৈর্যের, স্বভাব ও নিয়মের, নদী ও সমুদ্রের ঠিক মোহনার উপর স্থাপিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পিতা ঋষি, তাহার মাতা অঙ্গরা, ব্রতভঙ্গে তাহার জন্ম, তপোবনে তাহার পালন।”<sup>১৪</sup>

আশ্রমলালিতা শকুন্তলার সঙ্গে টেম্পেস্টের মিরান্দার পার্থক্য এই যে আশ্রম লালিতা হলেও শকুন্তলার মানসিক বিকাশ অব্যাহত ছিল। তার জমজমাট পিত্রালয়-আশ্রমিকগণ, সখীগণ, বনলতা, হরিণ শিশু, গৌতমী কন্মুনি। তপোবনের হরিণীর মতোই তপোবনের বালিকাও অসতর্ক। অন্তরে তার বিশ্বাসে সিংহাসন— সরলতা তার স্বভাবগত। তপোবনে গৃহধর্ম থাকার কারণে সে স্ত্রী ঋষ্যশৃঙ্গে পরিণত হয়নি। তার বিশ্বাসনিষ্ঠ সরলতা তাকে প্রথমে পতিত করলেও পরে চিরকালের জন্য উদ্ধার করেছে - মঙ্গললোকে উত্তীর্ণ করেছে।

শকুন্তলা প্রকৃতির অঙ্গীভূত— প্রকৃতিও এখানে একটি character।

রবীন্দ্রনাথের মতে কালিদাস ‘আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা’ শকুন্তলাকে নিঃসংশনে স্বভাবের পথে ছেড়ে দিয়েছেন। কোনো বাধা সৃষ্টি করেননি। আবার “অপ্রগলভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিনী”<sup>১৫</sup> করেও দেখিয়েছেন অন্যদিকে।

মিরান্দা একমাত্র পিতার সাহচর্যে বড় হওয়ার কারণে মানসিক বিকাশ তার ঘটেনি— সরলতা তার অজ্ঞান পরিবেষ্টিত। প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও প্রকৃতির সঙ্গে কোনো আন্তরযোগ নেই তার। অরণ্য তপোবনে অরক্ষিত অশঙ্কিত হরিণীর মতো বড়ে ওঠা শকুন্তলার ওপরে বর্ষিত হল দুঃস্বপ্নের কামনার শর ছিন্ন ভিন্ন হলো শকুন্তলার যাপিত জীবন। নাটকের সূচনায় আভাসিত হয়েছিল উদ্যতশর দুঃস্বপ্নের হাত থেকে আশ্রম মৃগকে রক্ষার জন্য আশ্রমের তাপসদের সনির্বন্ধ নিষেধ—

“ন খনু ন খলু বাণঃ  
 সন্নিপাত্যোহয়স্মিন্  
 মৃদুনি মৃগ শরীরে  
 পুষ্পরাশাবিবান্ধি।”<sup>১৬</sup>

এই নিষেধাজ্ঞার পরক্ষণেই দেখা যায় বঙ্কলবসনা তাপসকন্যা শকুন্তলাকে। এ দৃশ্যের ইঙ্গিতময়তা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন—

“এই নিষেধটি আশ্রম মৃগের সঙ্গে সঙ্গে তাপসকুমারী শকুন্তলাকেও করুণাচ্ছাদনে আবৃত করেছে।”<sup>১৭</sup>

যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের মতে টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলার মূলগত প্রভেদ হল— টেম্পেস্টে যে প্রবৃত্তির অন্ধশক্তি বাড় তুলেছিল অশান্তির তাকে শাসন-দমন-পীড়নে শান্ত করার সংবাদ আছে। কিন্তু যেহেতু এ সমাধান অন্তর্গত নয়, আরোপিত, তাই ভারতীয় ঐতিহ্যের কাছে এর কোন মূল্য নেই। শকুন্তলায় কালিদাস এর বিপরীত ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা—

“সৌন্দর্যের দ্বারা প্রেমের দ্বারা পাপ একেবারে ভিতর হইতে বিলুপ্ত বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা।”<sup>১৮</sup>

এছাড়া দুর্বাসার অভিশাপ তাঁর মতে, সেই ছদ্ম আবরণ যা দিয়ে সম্ভাব্য অনেক অঘটন এড়ানো গেছে। দুঃস্বপ্ন চরিত্রের ভ্রমরবৃত্তি যা শকুন্তলাকে দিয়েছিল প্রত্যাখানের চরম আঘাত, তা থেকেই শুরু হল শকুন্তলার ভিন্নতর জীবন। গভীর বেদনায়

প্রশান্ত গান্ধীর্ষে শুরু হল তার দুঃসহ তপস্যা। অন্যদিকে রাজার অন্তরও শকুন্তলার প্রতি আকৃষ্ট হল দুঃসহ যন্ত্রণার আকর্ষণে। উভয় পক্ষের অনুশোচনায় অশ্রুজলে ধৌত হল অসংযমের পাপ। কামনার ভেতর দিয়ে যে শকুন্তলাকে পেয়েছিলেন দুঃসহ সে প্রাপ্তিতে ছিল খণ্ডত।

দুঃসহ শকুন্তলার মর্মগত মিলন বাইরের দুঃখভরা বিচ্ছেদের পথবাহী বলেই সার্থক। এ মিলন আরোপিত নয় আন্তর্জাত। শেক্সপীয়র ফার্দিনান্ডের প্রেমকে প্রম্পেরোর কৃচ্ছসাধনার দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু যে কৃচ্ছতা বহির্জগতের কষ্ট। কালিদাসের তা অন্তর্গত অসুখ। তারই উত্তাপে মানব চরিত্রের কালিমা হীরক দ্যুতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে—

“টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। ...শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। ...শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গান্ধীর ও স্থায়ী।”<sup>১১</sup>

**উপসংহার :** বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য দৃষ্টিতে অসীম আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু সাহিত্য সমালোচনায় পাশ্চাত্যের পথচারী। তুলনামূলক বিচারে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়ন করলেন পাশ্চাত্যের নিরীখে; বললেন যে সকলের ঘরে শেক্সপীয়র আছে এবং ফার্দিনান্ডকে দেখে মিরন্দার বাক্যস্বর্ভূর্তি রোমিও-জুলিয়েটের জগদ্বিখ্যাত প্রণয় সম্ভাষণ অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নয় ইত্যাদি। তিনি বললেন যে সকলের ঘরে কালিদাস আছে এবং তা ছাত্রদের কণ্ঠস্থ। শেক্সপীয়রীয় শিল্পনৈপুণ্যকে উচ্চস্থানে বসানোর প্রয়াসে তিনি শকুন্তলাকে বেহায়াও বলেছেন। ‘সতীত্ব’ নামক নিতান্ত ভারতীয় ধারণার দিক থেকেও দেসদিমোনা শকুন্তলাকে হারিয়ে দিয়েছে। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা ও মিরন্দার চরিত্র বিশ্লেষণে শেক্সপীয়রের তুলনায় কালিদাসকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। “শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গান্ধীর, এমন সংযত পূর্ণ নাটক শেক্সপীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।”

বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের অগ্রজ লেখকদের। আর রবীন্দ্রনাথ ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধটি লেখার পূর্বে সুস্পষ্ট পরিচিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা’ প্রবন্ধের সঙ্গে। উভয়ই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অনন্য।

## Reference:

1. ABHIJĀNĀ- ŚĀKUNTALA OF KĀLIDĀSA, Edited with an Exhaustive Introduction, Translation and Critical and Explanatory Notes, C.R. DEVADHAR, VOLUME I, DRAMAS, MOTILAL BANARIDASS, DELHI-110007, p. ২
২. ঐ, পৃ. ৮
৩. ঐ, পৃ. ১৪
৪. শকুন্তলা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ও কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ সম্পাদিত, Macmillan & Co, Ltd. Calcutta, 1916, বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।
৫. ঐ, শকুন্তলা সম্বন্ধে-মন্তব্য
৬. ABHIJĀNĀ- ŚĀKUNTALA OF KĀLIDĀSA, Edited with an Exhaustive Introduction, Translation and Critical and Explanatory Notes, C.R. DEVADHAR, VOLUME I, DRAMAS, MOTILAL BANARIDASS, DELHI-110007, p. ১৪
৭. শকুন্তলা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ও কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ সম্পাদিত, Macmillan & Co, Ltd. Calcutta, 1916, বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, পৃ. ৭ (১ অঙ্ক)
৮. ঐ, পৃ. ৭ (১ম অঙ্ক)
৯. ঐ, পৃ. ৮ (১ অঙ্ক)
১০. ঐ, পৃ. ১১ (১ অঙ্ক)
১১. ABHIJĀNĀ- ŚĀKUNTALA OF KĀLIDĀSA, Edited with an Exhaustive Introduction,

Translation and Critical and Explanatory Notes, C.R. DEVADHAR, VOLUME I, DRAMAS, MOTILAL BANARIDASS, DELHI-110007, পৃ. ১৮

১২. ঐ, পৃ. ১৭

১৩. ঐ, পৃ. ১৬

১৪. শকুন্তলা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ও কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ সম্পাদিত, Macmillan & Co, Ltd. Calcutta, 1916, বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, পৃ. ৯-১০ (১ম অঙ্ক)

১৫. ABHIJĀNĀ- ŚĀKUNTALA OF KĀLIDĀSA, Edited with an Exhaustive Introduction, Translation and Critical and Explanatory Notes, C.R. DEVADHAR, VOLUME I, DRAMAS, MOTILAL BANARIDASS, DELHI-110007, পৃ. ১৩৪

১৬. শকুন্তলা, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত ও কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ সম্পাদিত, Macmillan & Co, Ltd. Calcutta, 1916, বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, পৃ. ১৩৬ (৭ অঙ্ক)

১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত (সম্পাদনা), বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, প্রকাশক : জহরলাল সাধুখাঁ, ১১ এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জীর স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ১৫ই আগস্ট ২০০৫, প্রবন্ধ: শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা, পৃ. ১৪

১৮. ঐ, পৃ. ১৪

১৯. ঐ, পৃ. ১৫

২০. ঐ, পৃ. ১৬-১৭

২১. ঐ, পৃ. ১৭

২২. ঐ, পৃ. ১৭

২৩. ঐ, পৃ. ১৭

২৪. ঐ, পৃ. ১৬

২৫. ঐ, পৃ. ১৭

২৬. ঐ, পৃ. ১৫

২৭. ঐ, পৃ. ১৮

২৮. ঐ, পৃ. ২০

২৯. ঐ, পৃ. ২০

৩০. ঐ, পৃ. ২০

৩১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ: ১৩১৪, প্রকাশক : অমৃত সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৩৩

৩২. ঐ, পৃ. ৩৪

৩৩. ঐ, পৃ. ৩১

৩৪. ঐ, পৃ. ৩৫

৩৫. ঐ, পৃ. ৩৫

৩৬. ঐ, পৃ. ৫৩

৩৭. ঐ, পৃ. ৩৯

৩৮. ঐ, পৃ. ৪৪

৩৯. ঐ, ৫৪